FEB. 17 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাথে দুর্ব্যবহার

বিডিআর-পুলিশ যৌথ অভিযানে আটক ছাত্রসহ ২০৪ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিডিআর-পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতারকৃত ২৯১ জনের মধ্যে ২০৪ জনকেই গতকাল (শনিবার) ছেড়ে দেয়া হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১২ জনসহ মোট ৮৭ জনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা থাকায় তাদের গ্রেফতার করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে ডিএমপি কমিশনার জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত বিডিআর-এর নেতৃত্বে ঢাকা মহানগরীতে বিশেষ ও আকস্মিক অভিযান শুরু হলে ২৯১ জনকে আটক করা হয়। থানা কর্তৃপক্ষকে কোন রকম খবর না দিয়েই থানা এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ই পোশাকী পুলিশের সহায়তা নেয়া হয়। অন্যান্য থানা এলাকায় বিডিআর-এর সাথে সাদা পোশাকের পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন সহায়তা করে। মুক্ত ছাত্রদের অনেকেই অভিযোগ করেছে বিডিআর একটানা ১৮ ঘণ্টা তাদের চোখ ও হাত বেঁধে রাখে এবং তাদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে। এমনকি কারো কারো ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। ছাত্ররা মুক্ত হয়ে তাদের সাথে বিডিআর-এর এ নির্মম আচরণ ও অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কাহিনী বর্ণনা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ সর্বমহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের এ ধরনের

৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাথে দুর্ব্যবহার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আচরণ কোনভাবেই কাম্য নয় বলে সকলে মন্তব্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা বিডিআর-এর অসদাচরণের প্রতিবাদে গতকাল ক্যাম্পাসে র‍্যালি ও সমাবেশ করে। গতকাল (শনিবার) গ্রেফতারকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ৮ জন ও ৪ জন মোট ১২ জনসহ মোট ৮৭ জনকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত এদের সবাইকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। ১২ জন ছাত্রসহ মোট ৪৯ জনকে এক মাসের আটকাদেশের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। গতকালই তা কার্যকর হয়েছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৫২ জনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখনো হয়। নিয়মিত মামলা রয়েছে ৫ জনের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ১৪ জনকে ডিএমপি অধ্যাদেশ বলে গ্রেফতার দেখানো হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবদুল কাইয়ুম বিশেষ অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের সাথে পুলিশের অসদাচরণ এবং নির্যাতনের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, পুলিশ অভিযানে কারো উপর নির্যাতন চালিয়েছে এমন তথ্য আমার জানা নেই। তবে কেউ নির্যাতন করে থাকলে এবং অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি ভবিষ্যতেও ঢাকা মহানগর এলাকায় বড় অপরাধী পাকড়াওয়ের লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান চালানো হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি হল থেকে দুই সাংবাদিকসহ আটককৃত ৮৫ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মী, সাধারণ ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে ৭৩ জনকে শুক্রবার রাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাকী ১২ জনকে এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রদলের নিরীহ নেতা-কর্মী। আটকৃতদের মধ্যে অনেক বহিরাগত ক্যাডারকে ছেড়ে দেয়া হলেও ছাত্রদলের নিরীহ নেতা-কর্মীদের অহেতুক আটক রাখায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে কারাগারে প্রেরিত ১২ ছাত্রদল নেতা-কর্মীর মধ্যে পুলিশের তালিকাভুক্ত আটজন হলেন মুজিব হলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম, হলের নেতা এটিএম শামসুজ্জামান, শামসুজ্জামান সুমন; সূর্যসেন হলের নেতা আব্দুল মান্নান ফরহাদ; এসএম হলের মাসুম বিল্লাহ; মুহসীন হলের আশরাফ বাবু এবং মুজিব হলের জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ ও কামরুল হাসান শাকিল। বাকী ৪ জন হলেন- মুহসীন হলের ছাত্রদল নেতা কামরুজ্জামান বিপ্লব, আপেল মাহমুদ; জহুরুল হক হলের নেতা আবদুল হক দেলোয়ার ও আরিফুল হক চঞ্চল। [illegible] পুলিশের তালিকাভুক্ত ৮ জনের মধ্যে মুজিব হলের জাহেদুল ইসলাম রিয়াদ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছাত্রদলের অপর এক নেতা জাহিদের সাথে তার নাম মিলে যাওয়ায় অহেতুক তাকে তালিকাভুক্ত বলে চালিয়ে দেয়া হয়। শামস সুমন নামে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতাকে ইতিপূর্বে পুলিশ ভুল করে অন্য এক সুমনের পরিবর্তে গ্রেফতার করেছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে সে ছাড়া পায়। এ ছাড়া তালিকাভুক্ত বাকী ছয়জনের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রদলের নিরীহ নেতা-কর্মী। এই আটজনসহ আরও ৪ নিরীহ ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হলেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে কয়েকজন বহিরাগত ক্যাডারকে। তালিকাভুক্ত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে গিয়ে সাধারণ ছাত্র এবং ছাত্রদলের নিরীহ নেতা-কর্মীদের অহেতুক এ ধরনের হয়রানির শিকার হওয়ায় পুলিশ-বিডিআরের অভিযানের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

এদিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আটককৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র ও কর্মচারীদের একটানা ১৮ ঘণ্টা নির্মমভাবে চোখ ও হাত বেঁধে সাধারণ কয়েদীদের মতো আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় তাদের সাথে বিডিআর সদস্যরা চরম দুর্ব্যবহার করে বলে মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা অভিযোগ করে। পিলখানার কক্ষে আটকাবস্থায় ছাত্রদেরকে ঠিকমতো পানি খেতে দেয়া হয়নি। তুই-তোকারী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বোধন করে বিডিআর সেপাইরা। জহুরুল হক হল থেকে আটককৃত নুরুল ইসলাম নামে ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক মেহমানের কয়েক দফা রক্তচাপ দেখা দিলেও তাকে হাত ও চোখ বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়। এ অবস্থায়ই বাথরুমে গিয়ে তাকে মাথায় পানি দিতে হয়। আজিজ নামে মুহসীন হলের এক ছাত্র চোখে অসহ্য ব্যথার কারণে চোখ থেকে কাপড় খুলে ফেললে তার নাকে ওয়্যারলেস সেট দিয়ে আঘাত করা হয়। মুহসীন হলের এক বৃদ্ধ দারোয়ানকে প্রচণ্ড মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মুজিব হলের এক ছাত্র অভিযোগ করে, বিডিআর সিপাইদের নির্মম আচরণের কাছে ছাত্ররা এতোটাই অসহায় হয়ে পড়ে যে, এক পর্যায়ে ছাত্রদের অনেকেই তাদেরকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। মুজিব হল থেকে আটককৃত ১২ বছর বয়সী ক্যান্টিন বয় ইসমাইলও এ ধরনের আচরণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আটক থাকা অবস্থায় সকলকে বেলা ১১টায় একটি করে রুটি ও ভাজি এবং বিকেল ৪টায় ভাত খেতে দেয়া হয়। রাত ১১টার দিকে সকলকে পিলখানা থেকে রমনা থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে মুচলেকা দেয়ার পর রাত ১টার দিকে ৭৩ জন ছাড়া পায়।

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির র‍্যালী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত দুই সাংবাদিককে আটক করার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে র‍্যালী বের করা হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম খোকনের নেতৃত্বে সমিতির সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টাররাসহ শতাধিক ছাত্রছাত্রী মুখে কালো কাপড় বেঁধে র‍্যালীতে অংশ নেয়।